রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটকবিতা PDF

https://pdffile.co.in/

অপরাহ্ণে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপরাহ্ণে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে

পাহাড়িয়া যত।

একে একে দিল মোরে পুষ্পের মঞ্জরি

নমস্কার সহ।

ধরণী লভিয়াছিল কোন্ ক্ষণে

প্রস্তর আসনে বসি

বহু যুগ বহ্নিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর ,

এ পুষ্পের দান ,

মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি।

সেই বর, মানুষের সুন্দরের সেই নমস্কার

আজি এল মোর হাতে

আমার জন্মের এই সার্থক স্মরণ।

নক্ষত্রে খচিত মহাকাশে

কোথাও কি জ্যোতিঃসম্পদের মাঝে

কখনো দিয়েছে দেখা এ দুর্লভ আশ্চর্য সম্মান।

pdffile.co.in

https://pdffile.co.in/

অকর্মার বিভ্রাট

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লাঙল কাঁদিয়া বলে ছাড়ি দিয়ে গলা,

তুই কোথা হতে এলি ওরে ভাই ফলা?

যেদিন আমার সাথে তোরে দিল জুড়ি

সেই দিন হতে মোর মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি।

ফলা কহে, ভালো ভাই, আমি যাই খ'সে,

দেখি তুমি কী আরামে থাক ঘরে ব'সে।

ফলাখানা টুটে গেল, হলখানা তাই

খুশি হয়ে পড়ে থাকে, কোনো কর্ম নাই।

চাষা বলে, এ আপদ আর কেন রাখা,

এরে আজ চালা করে ধরাইব আখা।

হল বলে, ওরে ফলা, আয় ভাই ধেয়ে-

খাটুনি যে ভালো ছিল জ্বলুনির চেয়ে।

pdffile.co.in

https://pdffile.co.in/

অক্ষমতা

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা —
সলিল রয়েছে প'ড়ে শুধু দেহ নাই।
এ কেবল হৃদয়ের দুর্বল দুরাশা
সাধের বস্তুর মাঝে করে চাই- চাই।
দুটি চরণেতে বেঁধে ফুলের শৃঙ্খল
কেবল পথের পানে চেয়ে বসে থাকা।
মানবজীবন যেন সকলি নিষ্ফল —
বিশ্ব যেন চিত্রপট, আমি যেন আঁকা।
চিরদিন বুভুক্ষিত প্রাণহুতাশন
আমারে করিছে ছাই প্রতি পলে পলে,
মহত্ত্বের আশা শুধু ভারের মতন
আমারে ডুবায়ে দেয় জড়ত্বের তলে।
কোথা সংসারের কাজে জাগ্রত হৃদয়!
কোথা রে সাহস মোর অস্থিমজ্জাময়!

https://pdffile.co.in/

অক্ষমা

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যেখানে এসেছি আমি, আমি সেথাকার,

দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর।

জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখদুঃখভার

বহু ভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির।

অসীম ঐশ্বর্যরাশি নাই তোর হাতে,

হে শ্যামলা সর্বসহা জননী মৃন্ময়ী।

সকলের মুখে অন্ন চাহিস জোগাতে,

পারিস নে কতবার — 'কই অন্ন কই'

কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লান শুষ্ক মুখ।

জানি মা গো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ সুখ —

যা কিছু গড়িয়া দিস ভেঙে ভেঙে যায়,

সব তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বভুক,

সব আশা মিটাইতে পারিস নে হায় —

তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক!

pdffile.co.in

https://pdffile.co.in/

অবসান

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জানি দিন অবসান হবে ,

জানি তবু কিছু বাকি রবে।

রজনীতে ঘুমহারা পাখি

এক সুরে গাহিবে একাকী

যে শুনিবে, সে রহিবে জাগি

সে জানিবে, তারি নীড়হারা

স্বপন খুঁজিছে সেই তারা

যেথা প্রাণ হয়েছে বিবাগী।

কিছু পরে করে যাবে চুপ

ছায়াঘন স্বপনের রূপ।

ঝরে যাবে আকাশকুসুম,

তখন কূজনহীন ঘুম

এক হবে রাত্রির সাথে।

যে-গান স্বপনে নিল বাসা

তার ক্ষীণ গুঞ্জনভাষা

শেষ হবে সব-শেষ রাতে।

https://pdffile.co.in/

অভিমান

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কারে দিব দোষ বন্ধু, কারে দিব দোষ

বৃথা কর আস্ফালন, বৃথা কর রোষ।

যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,

কেহ কভু তাহাদের করে নি সম্মান।

যতই কাগজে কাঁদি, যত দিই গালি,

কালামুখে পড়ে তত কলঙ্কের কালি।

যে তোমারে অপমান করে অহর্নিশ

তারি কাছে তারি 'পরে তোমার নালিশ

নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে,

পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে—

তবে ঘরে নতশিরে চুপ করে থাক্,

সাপ্তাহিকে দিগ্বিদিকে বাজাস নে ঢাক।

একদিকে অসি আর অবজ্ঞা অটল,

অন্যদিকে মসী আর শুধু অশ্রুজল।

https://pdffile.co.in/

আকাশপ্রদীপ

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোধূলিতে নামল আঁধার,

ফুরিয়ে গেল বেলা,

ঘরের মাঝে সাঙ্গ হল

চেনা মুখের মেলা।

দূরে তাকায় লক্ষ্যহারা

নয়ন ছলোছলো,

এবার তবে ঘরের প্রদীপ

বাইরে নিয়ে চলো।

মিলনরাতে সাক্ষী ছিল যারা

আজো জ্বলে আকাশে সেই তারা।

পাণ্ডু আঁধার বিদায়রাতের শেষে

যে তাকাত শিশিরসজল শূন্যতার উদ্দেশে

সেই তারকাই তেমনি চেয়েই আছে

অস্তলোকের প্রান্তদ্বারের কাছে।

অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশপানে —

যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।

https://pdffile.co.in/

আছে আমার হৃদয় আছে ভরে

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আছে আমার হৃদয় আছে ভরে ,

এখন তুমি যা খুশি তাই করো।

এমনি যদি বিরাজ ' অন্তরে

বাহির হতে সকলই মোর হরো।

সব পিপাসার যেথায় অবসান

সেথায় যদি পূর্ণ করো প্রাণ ,

তাহার পরে মরুপথের মাঝে

উঠে রৌদ্র উঠুক খরতর।

এই যে খেলা খেলছ কত ছলে

এই খেলা তো আমি ভালবাসি।

এক দিকেতে ভাসাও আঁখিজলে ,

আরেক দিকে জাগিয়ে তোল ' হাসি।

যখন ভাবি সব খোয়ালাম বুঝি

গভীর করে পাই তাহারে খুঁজি ,

কোলের থেকে যখন ফেল ' দূরে

বুকের মাঝে আবার তুলে ধর '।

রেলপথে ই. আই. আর

২১ আষাঢ়, ১৩১৭

কাব্যগ্রন্থ: গীতাঞ্জলি

আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয়মৃত্যুবিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ;
আপন আগুনে শোক দগ্ধ করি দিল আপনারে
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে।
সায়াহ্নবেলার ভালে অস্তসূর্য দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা,
স্বর্ণময়ী করে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখশ্রীরে,
তেমনি জ্বলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিমসীমায়।
আলোকে তাহার দেখা দিল
অখন্ড জীবন, যাহে জন্মমৃত্যু এক হয়ে আছে;
সে মহিমা উদ্বারিল যাহার উজ্জ্বল অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে।

https://pdffile.co.in/

আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।

খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত।।

কারা এই সমুখ দিয়ে আসে যায় খবর নিয়ে,

খুশি রই আপন মনে বাতাস বহে সুমন্দ।

সারা দিন আঁখি মেলে দুয়ারে রব একা,

শুভখন হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা।

ততখন ক্ষণে ক্ষণে হাসি গাই আপন মনে,

ততখন রহি রহি ভেসে আসে সুগন্ধ।।

আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।

খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত।

আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।

রচনা: শিলাইদহ, ২৭ চৈত্র ১৩১৮

গীতবিতান, পূজা ৫৫৯, বিশ্বভারতী ১৩৮০ সং পৃ ২২০ থেকে সংগৃহীত।

পাঠান্তর

গীতিমাল্যে (রবীন্দ্ররচনাবলী, বিশ্বভারতী ১৩৮৯ সং, খণ্ড ১১, পৃ ১৩৪) পঙ্‌ক্তি ৭ এ 'আপন-মনে ছিল 'মনে মনে'।

https://pdffile.co.in/

আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে

তোমার ভাবনা তারার মতন বাজে॥

নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে

না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে ,

আমার লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে

অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে॥

ক্ষণে ক্ষণে আমি না জেনে করেছি দান

তোমায় আমার গান।

পরানের সাজি সাজাই খেলার ফুলে ,

জানি না কখন নিজে বেছে লও তুলে-

তুমি অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে

প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে॥

https://pdffile.co.in/

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে ,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।
এই ঘরে সব খুলে যাবে দ্বার ,
ঘুচে যাবে সকল অহংকার ,
আনন্দময় তোমার এ সংসার
আমার কিছু আর বাকি না রবে।

মরে গিয়ে বাঁচব আমি , তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে ,
দুঃখসুখের বিচিত্র জীবনে
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে।

৭ শ্রাবণ ১৩১৭

কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি

রচনা সংখ্যা ১৩০

https://pdffile.co.in/